কবি পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ভণিতায় নিজেকে বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বলে উল্লেখ করেছেন। ভণিতা অনুসারে তিনি বাসুলীপূজক ছিলেন বলেও স্পষ্ট অনুমান করা যায়। তবে পদাবলির চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আজও মতভেদ দেখা যায়।

কিন্তু পুঁথিটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় কবির আত্মপরিচয় বিস্তৃতভাবে জানা যায় না। পণ্ডিতদের অনুমান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনা

গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ ও রাগ-রাগিণীর নির্দেশ দেখে মনে হয়, স্মৃতি-শাস্ত্র-অলংকার-সংগীতের বৈদগ্ধ তাঁর ছিল।

রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও গ্রন্থটি যে চৈতন্যপূর্বকালে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জয়দেব-বিদ্যাপতির পদ ছাড়াও চৈতন্যদেব চণ্ডীদাস রচিত 'দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড' সমন্বিত যে কৃষ্ণলীলা কাহিনির রসাস্বাদনে তৃপ্ত হতেন, সেটি এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বলেই পণ্ডিতগণের অনুমান। সেদিক থেকে বিচার করলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রচনাকাল পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ বলে অনুমান করা যায় (চৈতন্য আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। গ্রন্থের লিপি ও ভাষা-বিচার করে প্রাপ্ত পুঁথিটি ১৫শ শতকের অন্তে বা ১৬ শতকে অনুলিখিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

কাব্য পরিচয়

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩ খণ্ডে বিন্যস্ত নাটগীতধর্মী কাব্য। কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদের সমন্বয়ে কাব্যটি পরিকল্পিত। কাব্যটির ১৩টি খণ্ড হল—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ।

সমগ্র কাব্যটিতে কৃষ্ণ ও রাধার জন্মরহস্য ও তাঁদের প্রণয়লীলার কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কিন্তু পদাবলির রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় যে অপ্রাকৃত অধ্যাত্মলোকের সৌরভ পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা অনুপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেম একান্ত প্রাকৃতগন্ধী, কখনও কখনও আদিরসের প্রাবল্যে অশ্লীলতা দোষেও দুষ্ট। তবে সর্বশেষ খণ্ড রাধাবিরহে রাধার প্রেমাকুলতা দেহবাসনার সীমা অতিক্রম করে হৃদয়গভীরতার অতলতাকে স্পর্শ করেছে।

কাহিনি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সূচনা কৃষ্ণ ও রাধার জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে। জন্মখণ্ডের কাহিনি পুরাণ অনুসারী। কংসের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণরূপে দেবকী গর্ভে আবির্ভূত হন, এবং রাধারূপে বিষ্ণুর সহচরী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় 'কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে'।

যৌবনে রাধার বিবাহ হল আইহনের সঙ্গে। তাম্বুলখণ্ডে রাধার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ কৃষ্ণ রাধার মনহরণের জন্য পিসি বড়াইকে দিয়ে প্রণয়ের নিদর্শনরূপে তাম্বুল প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অসঙ্গত আচরণে ও কু-প্রস্তাবে রাধা কুপিত হন। দানখণ্ডে কৃষ্ণ মথুরার হাটে দানীরূপে রাধার কাছে যৌবন দাবী করে বসেন। নৌকাখণ্ডে মাঝিরূপে কৃষ্ণ বলপ্রয়োগ করে রাধার সঙ্গে মিলিত হন। রাধার কৃষ্ণবিরূপতা ক্রমশ বিলীন হতে থাকে। ভারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার দধিদুগ্ধের ভার বহন করেন, ছত্রখণ্ডে ছত্রধারণ করে রৌদ্র তাপ থেকে রাধাকে রক্ষা করেন। বৃন্দাবন কুঞ্জে উভয়ের মিলন কাহিনি বৃন্দাবনখণ্ডে বর্ণিত। কালীয়দমনখণ্ডে কালীয় নাগকে দমন করে কৃষ্ণ তাঁর দেবসত্তার প্রমাণ রাখেন। হারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার হার হরণ করলে রাধা যশোদার কাছে অভিযোগ জানান। যশোদার কাছে ভর্ৎসিত হয়ে কৃষ্ণ

প্রতিশোধ বাসনায় রাধাকে মদন-বাণে মূর্চ্ছিত করেন। এরপর অনুরাগিণী রাধিকা কৃষ্ণের বংশী হরণ করেন। কিন্তু রাধার হৃদয় যখন কৃষ্ণপ্রেমে আকুল, তখনই কৃষ্ণ কংস দমনের জন্য মথুরা যাত্রা করেন। রাধাবিরহে তাই ধ্বনিত হয়েছে বিরহক্লিষ্টা রাধিকার তীব্র হাহাকার।